শৈলকুপা স্বপ্নের ব্রিজ উদ্বোধন করলেন এমপি আব্দুল হাই

ঝুঁকিতে ঝুলছে সেতু, ভেঙে পড়েছে বর্ডারগার্ড” এমন বিভিন্ন শিরোনামে ফলাও করে প্রচার হয়েছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাতলাগাড়ী নতুন বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর খবর। গত বছর চরম জনদূর্ভোগের সংবাদটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পায় বিভিন্ন অনলাইন ও দৈনিক পত্রিকায় এক পর্যায়ে শৈলকুপা ১ আসনের সাংসদ, সাবেক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল হাই এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিবিড় প্রচেষ্টায় শুরু হতে যাচ্ছে ব্রীজের কাজ। প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দের এ ব্রীজ সম্পন্ন হতে এখন মাত্র সময়ের ব্যবধান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় এমপি আব্দুল হাই এর নিজ বাসায় সীমিত পরিসরের আয়োজনে তিনি এ ব্রীজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও ধলহরাচন্দ্র ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, যুগ্ম- আহবায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম আব্দুল হাকিম, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শামীম হোসেন মোল্লা ও সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা নাসরিন লিপি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি দিনার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জহুরুল হক প্রমুখ।

মুজিবনগরে লক ডাউনের দৃতীয়দিনে থেমে নেই অটোরিক্সা ও

পাখিভ্যান

মুজিবনগরে লক ডাউনের দৃতীয়দিনে থেমে নেই অটোরিক্সা ও পাখিভ্যান। ইচ্ছা মত চলছে যাত্রী বহনকারী গাড়িগুলো। যেখানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নিশেধাঙ্গার ভিতরে অটো, পাখি ভ্যান চলাচল একদম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে সেই নিষেধাঙ্গা অমান্য করে চালিয়ে যাচ্ছে যাত্রী বহনকারী গাড়ি।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে অটো ও পাখি ভ্যান দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৫ দিনের কোঠর লকডাউন আরোপ করেছে জেলা প্রশাসন। বিঙ্গপ্তিতে উল্যেখ করা হয়েছে,লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র জরুরী কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা যাবে। এছাড়া হোটেল রেস্তোরা সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, কাঁচাবাজার সীমিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে। এছাড়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সকল ধরণের চায়ের দোকান, ইজিবাইক চলাচল, পাখি ভ্যান চলাচল । মোটরসাইকেলে শুধুমাত্র চালক একা চলাচল করতে পারবে। রিক্সাতে জরুরী প্রয়োজেনে এক জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে।
গত মঙ্গলবার বিকালে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির কমিটির এক জরুরী (জুম) সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

দর্শনার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক বিতরন করলেন “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় “দর্শনার জন্য আমরা” (সেচ্ছাসেবী সংগঠন) এর উদ্যোগে আসুন-দর্শনাকে গতিশীল ও আধুনিক শহর করতে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এই স্লোগানকে সামনে রেখে কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ

করতে মাস্ক বিতরন শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দর্শনার পুরাতন বাজার মসজিদে ও রেল বাজারের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৭৫০ জনের মাঝে মাস্ক বিতরন করেন “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের একটি অরাজনৈতিক ও সেচ্ছাসেবী মূলক টিম।

সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোরুল ইসলাম বাবু জানান, আমরা বৃহস্পতিবার সকাল-বিকাল পর্যন্ত দর্শনা রেল বাজারের বটতলা থেকে ফুলতলা পর্যন্ত ও দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদে মাস্ক বিতরন করেছি এবং সাধারণ মানুষের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা সচেতনতায় আলোচনা করেছি। শুক্রবারও আমরা মাস্ক বিতরন করবো, আর মানুষের কল্যাণে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের প্রস্তাবক-সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজ উদ্দীন খাঁন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহমেদ শাওন, সাংবাদিক রাজু আহাম্মেদ সহ দর্শনার একঝাঁক তরুন।

কুষ্টিয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোয়া লাখ টাকা জরিমানা ও একজনের কারাদন্ড

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে ও তফসিলভূক্ত অন্যান্য আইনে কুষ্টিয়ায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১লাখ ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও এক জনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া জেলা শহর, কুষ্টিয়া পৌরসভাধীন

এলাকা ও বিভিন্ন উপজেলাসমূহে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

একদিনে কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৯জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে করোনায় সাতজন ও উপসর্গে দুজন মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ জুন) দুপুরে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, গত কয়েকদিন হাসপাতালে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কম থাকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আবারও বেড়ে গেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালে রোগী ভর্তির চাপও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১৩৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। ৪৫২টি নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৫৯ শতাংশ। নতুন শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ১৯ জন, দৌলতপুরে ২০ জন, কুমারখালীতে ২৯ জন, ভেড়ামারায় ১২ জন, মিরপুরে ৩৪ জন ও খোকসায় ১৬ জন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৪৭৭। এদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ১৫৭ জন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ১ হাজার ৩২০ জন। এদিকে করোনা সংক্রমণ কমাতে ২০ জুন রাত ১২টা থেকে কুষ্টিয়ায় লকডাউন শুরু হয়েছে। ২৭ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত এ লকডাউন চলবে। লকডাউনে জেলা উপজেলা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া

মানুষকে বের হতে দিচ্ছে না।

মিরপুর উপজেলার বাসস্ট্যান্ড, জিয়াসড়ক, ঈগল চত্বর, আমলা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় কঠোর লকডাউন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আজমল হোসেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি রকিবুল হাসান, মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি গোলাম মোস্তফাসহ সংশ্লিষ্টরা কঠোর নজরদারি করেন। এছাড়া জেলা শহরের মজমপুর গেট, চৌড়হাস ও বড়বাজার এলাকায় পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের সদস্যরা কঠোর অবস্থান নেন।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার: ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দর্শনা জয়নগরে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ খালেদুর রহমান ওরফে টিটো শেখ (২৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সে মাগুরা সদর উপজেলার নিজানান্দুয়ালী পূর্বপাড়ার আ. রশিদ হোসেনের ছেলে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়েছে অন্য মাদক ব্যবসায়ীরা। এবিষয়ে দর্শনা থানায় ৫জনকে পালাতক আসামী করে ৬জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গত বুধবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে থানার এসআই খাঁন আ. রহমান, এসআই সিহাব উদ্দিন, এএসআই আনোয়ারুল হক ও এএসআই মাসুদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনার সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের পশ্চিমপাড়াস্থ জামে মসজিদের পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর

চেষ্টাকালে খালেদুর রহমান ওরফে টিটো শেখ (২৯) নামের একট মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীর পিঠে ঝুলানো একটি কালো রংয়ের স্কুল ব্যাগের মধ্যে তল্লাসী চালিয়ে ৪৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।

এসময় মাদক ব্যবসায়ীর দখল হতে রেজিষ্ট্রেশন বিহীন একটি লাল, কালো ও সাদা রংয়ের ১৬০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করেন।

এবিষয়ে পালিয়ে যাওয়া আরও ৫জনকে পালাতক আসামী করে দর্শনা থানায় ৬ জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছেন পুলিশ। পালাতক আসামী হলেন, মাগুরা সদর উপজেলার নিজানান্দুয়ালী গ্রামের মুজিবরের ছেলে মিলন (৩০), দর্শনা জয়নগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে মাগরিব আলী (৪১), জলিলের ছেলে আ.রশিদ (৪০), আব্দুল করিম ওরফে কালুর ছেলে হেলাল উদ্দিন (৩৮) ও সাবেক কাউন্সিলর চান্দু মাষ্টারের ছেলে আব্দুল মান্নান (৪১)।

মেহেরপুরে ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৬ জন, গাংনীতে ১২ জন এবং মুজিবনগরে ৮ জন।

বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৪০টি। তারমধ্যে ৪৬জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৩৮৮ জন। তার মধ্যে সদরে ১৫৮ জন, গাংনীতে ১৪৪ জন এবং মুজিবনগরে ৮৬ জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩৮ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৬ এবং মুজিবনগর-৯ জন।

এসময় তিনিসবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির

শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

করোনাকালে এনজিওর ঋণ আদায় স্থগিত

লকডাউন চলাকালে কোন এনজিও প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের নিকট থেকে কিস্তির টাকা আদায় করতে পারবে না। ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় এই সিদ্ধিান্ত গ্রহন করা হয়।

সভায় বলা হয় যে সব এনজিওর ক্রেডিট প্রগ্রাম আছে তাদের ঋণ আদায় কর্মসুচি স্থগিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সেলিম রেজা সাক্ষরিত ৩৭৫/৮০ নাম্বার স্মারকের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানা গেছে।

৩০ বছর আগে মৃত ব্যক্তির সাক্ষর জাল করে জমি অধিগ্রহনের টাকা উত্তোলন

৩০ বছর আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিসহ ১১ জনের সাক্ষর জাল করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া মৌজার জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সদর উপজেলার ধানহাড়িয়া গ্রামের মৃত আফছার উদ্দিন খাঁর ছেলে মহিউদ্দিন খাঁসহ তার ১১ ভাই সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ আব্দুল মতলেব খার সন্তানেরা পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, ২৮৪ দাগে কেবল তাদেরই জমি রয়েছে। মহিউদ্দীন খাঁর দাবীকৃত জমি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী অধিগ্রহন করে নিয়েছে। এদিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত বক্তব্যে মহিউদ্দিন খাঁ অভিযোগ করেন মৃতব্যক্তিসহ ১১ ভাইয়ের সাক্ষর জালিয়াতি করে জমি অধিগ্রহনের টাকা তুলে নেওয়ার পরও অবশিষ্ট জমির সীমানা পিলার উঠিয়ে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমাদেরকে সন্ত্রাসী উল্লেখ করে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজায় আর এস চুড়ান্ত ৫২ নং খতিয়ানে ২৮৪ দাগে ৯৬ শতক জমি ছিল। তার মধ্যে আমার পিতার দেওয়া আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁর নামে দলিলকৃত ৭৯ শতক জমি রয়েছে। বাকি ১৭ শতক জমি আমাদের ১১ ভাইয়ের নামে। কিন্তু আমার সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁ একটি গ্যাস কোম্পানীর কাছে আমাদের না জানিয়ে জমি বিক্রি করে আমাদের সাক্ষর জাল করে ক্ষতি পূরণের সরকারী অর্থ হাতিয়ে নেয়। ১৯৮৪ সালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ মারা যান। অথচ ২০১৪ সালে তার সাক্ষর জাল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাকি ১০ ভাইয়ের সাক্ষরও নকল করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মামলা নং-৩০৩/২০। মামলার সমন জারির হওয়ার পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ রফার পর সৎ ভাই আবু বক্কর ও আব্দুল মতলেব খাঁকে ৭৯ শতক জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাকি ১৭ শতক জমিতে পিলার পুতে দেওয়া হয়। কিন্তু গত ২৩ জুন মিমাংসাকৃত ১৭ শতক জমির পিলার উপড়িয়ে জোর পুর্বক দখল করে নেওয়া হয়। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সম্মানীয় ব্যক্তিদের নামে অশ্লীল ভাষায় মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এঘটনার সঙ্গে সৎ ভাই আব্দুল মতলেব, শের আলী খাঁ, মুরাদ আলী খাঁর ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু, কামাল খাঁ ওরফে ফিটু, বিপুল খাঁ জড়িত। এদিকে পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের ভুমি সহকারী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের এক প্রত্যায়নপত্র থেকে জানা গেছে ১৬০ নং ধানহাড়িয়া মৌজার আরএস ৫২ নং খতিয়ানের ২৮১ ও ২৮৪ দাগে ৮০ শতক জমির মুল মালিক হচ্ছে আব্দুল মতলেব খাঁ। তিনি ১৪২৮ বাংলা সন পর্যন্ত খাজনাও দিয়েছেন।

পোড়াহাটী ইউনিয়ন ভুমি অফিস সুত্রে জানা গেছে, ২৮৪ দাগের মোট ৩৩

শতক জমি অধিগ্রহন করা হয়। এরমধ্যে আব্দুল মতলেব খাঁর ৮ শতক, আবু বক্কার খাঁর ১৫ শতক ও আবু বকর খাঁ অন্যজনের কাছে বিক্রিত ১০ শতক জমি। বিষয়টি নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম ফিটু ও দেলোয়ার হোসন খাঁ দুলু জানান, সাক্ষর জালের খবরটি তারা বলতে পারবেন না। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল আলীমের দেওয়া প্রত্যায়নে ১১ জনের সাক্ষর ছিল। সেটা জাল কিনা তা তদন্তের বিষয়।

পানির ট্যাংকিতে বিষ দিয়ে শিক্ষক পরিবারকে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর কচুয়া গ্রামে পানির টাংকিতে বিষ মিশিয়ে এক স্কুল শিক্ষকের গোটা পরিবারকে হত্যাচেষ্টা করা হয়। টের পেয়ে বিষ মিশ্রিত পানি ব্যবহার বন্ধ করে দেন ওই পরিবারটি।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা গেছে, ২৩ জুন সন্ধ্যার দিকে শৈলকুপার বেনীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক দেবাশীষ কুমার বিশাস ও তার ভাই আশীষ কুমার বিশাসের পানির টাংকিতে উচ্চমাত্রার বিষ প্রয়োগ করে। পানির ট্যাপ ছাড়ার পরই বিষ মিশ্রিত দূর্গন্ধ পানি বের হজতে থাকে। বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও দেখেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন ও কচুয়া তদন্ত পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তাকে। তারা সরেজমিনে ঘটনা পরিদর্শন করেন।

পরিবারটির অভিযোগ ২০০১ সাল থেকেই একটি প্রভাবশালী মহল তাদের সহায়-সম্পত্তি ভোগ দখল করার জন্য নানা ভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে। তার অংশ হিসেবে গোটা পরিবারকে হত্যার ছক কষা হয়। পরিবারটি তৎকালীন জাসদ গণবাহিনীর একটি গ্রুপের দ্বারা উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলেও জানা যায়। বর্তমানে ৬ সদস্যের পরিবারের সবাই চরম নিরাপত্তাহীনতায় সময় পার করছেন।

স্কুল শিক্ষক দেবাশীষ কুমার জানান, তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে দূর্বৃত্তরা এধরনের অপকর্মে লিপ্ত বলে মনে করি। এ ব্যাপারে ৫নং কাঁচেরকোল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুন

জানান, বিষয়টি দুঃখজনক। পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা মিলেছে।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, বর্বরোচিত এ ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত করতে সব ধরনের প্রশাসনিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তর কচুয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে পুলিশ কাজ করছে।